১ এপ্রিল ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মার্চ ২০১৪

উপজেলা নির্বাচন পরিস্থিতি ২০১৪
রাজনৈতিক সহিংসতা
সভা-সমাবেশে বাধা
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
***অধিকার* এর নির্যাতন বিরোধী সভায় কথা বলার কারণে ভিকটিম গ্রেফতার**
জাতীয় সংসদ নিয়ে তথ্য প্রকাশ করায় টিআইবির বিরুদ্ধে বিষোদগার
গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত
ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার
নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)
সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন
তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা
নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* রাষ্ট্রীয় হয়রানীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের মার্চ মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

উপজেলা নির্বাচন পরিস্থিতি ২০১৪

১. প্রথম ধাপে নির্বাচন[১]মোটামুটি শান্তিপূর্ণ হলেও দ্বিতীয় ধাপ[২] থেকে পঞ্চম ধাপ পর্যন্ত উপজেলা নির্বাচনে ব্যাপক সংঘাত, সংঘর্ষ এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই,জাল ভোট ও কেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটেছে। উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন ও আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অসংখ্য কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অনেক অভিযোগ ছিল। এই সব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সরকার সমর্থক প্রার্থীদের বিশেষ নির্বাচনী সুবিধা দেয়া,আচরণবিধি লংঘন সত্ত্বেও ব্যবস্থা না নেয়া,প্রতিপক্ষকে হয়রানি করাসহ বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ করেছেন প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীরা। এছাড়াও নির্বাচনে দায়িত্ব পালনকারী রিটানিং ও সহকারী রিটানিং কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ পাওয়া গেছে। বেশীরভাগ অভিযোগই হচ্ছে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এইসব অভিযোগ করেন বিএনপি তথা বিরোধী দলের পরাজিত প্রার্থীরা। এইসব প্রার্থীদের অভিযোগ,নির্বাচন সামনে রেখে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ব্যাপক ধরপাকড় ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছেন।[৩] এছাড়া আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য যাঁরা নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছেন, ক্ষমতাসীন দলের হুমকি এবং প্রভাবের কারনে তাঁরাও সে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। এ ধরনের অসংখ্য অভিযোগ নির্বাচন কমিশনে এসেছে। কিন্তু এসব অভিযোগের বেশরিভাগই আমলে নেয়নি নির্বাচন কমিশন।[৪]নির্বাচন কমিশনের এই নিষ্ক্রিয়তার কারণে নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ থেকে পঞ্চম ধাপ (শেষ ধাপ) পর্যন্ত ব্যাপক সংঘাত, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই,জাল ভোট দেয়া ও ভোট কেন্দ্র দখলের মত ঘটনা ঘটেছে। মার্চ মাসে তৃতীয়,চতুর্থ ও পঞ্চম ধাপের ৩টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় ধাপে ১৫ মার্চ ৮১টি; চতুর্থ ধাপে ২৩ মার্চ ৯১টি এবং পঞ্চম ধাপে ৩১ মার্চ ৭৩টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।[৫]

তৃতীয় ধাপের নির্বাচন সংক্রান্ত পরিস্থিতি

২. ১৫ মার্চের তৃতীয় ধাপের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গত ৮ মার্চ গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলায় আওয়ামী লীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় পঞ্চাশ ব্যক্তি আহত হন। তাঁদের মধ্যে নয়জন গুলিবিদ্ধ হন । গুলিবিদ্ধ কলেজ ছাত্র উপজেলা ছাত্রলীগ নেতা আল-আমিন গত ১০ মার্চ ঢাকার অ্যাপোলো হাসপাতালে মারা যান। শ্রীপুর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে জেলা আওয়ামী

---

[১] ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রথম ধাপে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

[২] ২৭ফেব্রুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

[৩] যুগান্তর ৭ মার্চ ২০১৪

[৪] যুগান্তর ৭ মার্চ ২০১৪

[৫] নির্বাচন কমিশন, http://www.ecs.gov.bd/Bangla/

লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান ইকবাল হোসেন ওরফে সবুজ এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও তেলিঘাটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবদুল জলিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। আবদুল জলিলকে গত ৫ মার্চ দুপুরে বরমী এলাকা থেকে র‍্যাব আটক করেছিল। তবে তাঁর সমর্থকদের আন্দোলনের কারনে সন্ধ্যায় র‍্যাব তাঁকে ছেড়ে দেয়। গাজীপুর জেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ইকবাল হোসেনের সমর্থকরা গত ৮ মার্চ শ্রীপুরে মিছিল করে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে অবস্থান নেয়। একই সময়ে উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আবদুল জলিলের সমর্থকরাও মিছিল করে উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে জড়ো হওয়ার চেষ্টা করলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। একপর্যায়ে ইকবাল হোসেনের সমর্থকরা সরে যায় এবং আবদুল জলিলের সমর্থকরা উপজেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেয়। এরপরেই ইকবাল সমর্থকরা পুলিশের সামনেই প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে ও ককটেল ফাটিয়ে শহরে প্রবেশ করে। গুলি ও ককটেলের মুখে জলিলের সমর্থকরা শ্রীপুর বাজার থেকে সরে যায়। এরপর ইকবাল তাঁর কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের সামনে পথসভা করেন। পথসভা শেষে তাঁর সমর্থকরা চলে যাওয়ার সময় জলিলের কর্মী-সমর্থকরা ইকবাল সমর্থকদের পথরোধ করে মারধর করে এবং একটি মাইক্রোবাস ও বেশ কয়েকটি মোটরসাইকেল জ্বালিয়ে দেয় ও শ্রীপুর পৌরসভা ভবন ভাংচুর করে। এই ঘটনার পর নির্বাচন কমিশন এই উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে যা ৩১ মার্চ পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়।[৬]

৩. ১৫ মার্চ নির্বাচনের কারনে নির্বাচন কমিশন ১২ মার্চ থেকে নড়াইল জেলার লোহাগড়া উপজেলায় মোটরসাইকেল চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। কিন্তু গত ১৩ মার্চ আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ফয়জুল আমির লিটুর পক্ষে তাঁর সমর্থকরা ১৫০ টি মোটর সাইকেল সহ র‍্যালি বের করলে সাব ইন্‌সপেক্টর আতিকুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশ তাতে বাধা দেয় এবং লাঠি চার্জ করে। পরে উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি দৌলত আহমেদ খান এই ঘটনার কারণে লোহাগড়া পুলিশ স্টেশনের অফিস ইনচার্জ আলমগীর হোসেনকে ক্ষমা না চাইলে বদলি করার হুমকি দেন। এই হুমকির মুখে অফিস ইনচার্জ আলমগীর হোসেন আওয়ামীলীগের নেতা-কর্মীদের কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমা চান এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দকে আশ্বস্ত করেন যে, এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সদস্যদের প্রত্যাহারের বিষয়ে নড়াইলের পুলিশ সুপারের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন।[৭]

৪. গত ১২ মার্চ রাতে বরিশালের বাবুগঞ্জ,মুলাদী ও হিজলা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিএনপি সমর্থিত ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বাড়িতে বাড়িতে আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী অভিযান চালায়। এরপর বিএনপি সমর্থিত ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের সমর্থক নেতাকর্মীরা নির্বাচনী এলাকা ছেড়ে আত্মগোপন করেন।[৮]

৫. ২৩ মার্চ নেত্রকোনা জেলার মদন উপজেলার নির্বাচনে বিএনপির সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী এমএ হারেছের সমর্থক তোলাপাড়া গ্রামের রইছ উদ্দিন ফতেহপুর বাজারে বিএনপির বিদ্রোহী চেয়ারম্যান

---

[৬] প্রথম আলো ৯ মার্চ ২০১৪/অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গাজীপুর জেলার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৭] দি ডেইলি স্টার ১৫ মার্চ ২০১৪

[৮] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বরিশালের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৬ মার্চ ২০১৪

প্রার্থী রফিকুল ইসলামের পোস্টার ছিঁড়ে ফেললে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। সংঘর্ষে রফিকুল ইসলামের সমর্থক গেনু মিয়া গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মারা যান। [৯]

৬. গত ১৯ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া উপজেলায় স্থানীয় এক নির্বাচনী সভায় ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী ফিরোজ আহমেদ স্বপন ১৯ দল সমর্থিত প্রার্থী শহিদুল ইসলাম মুকুলকে ভোট দিলে ভোটারদের পিটিয়ে মারাসহ আঙ্গুল কেটে ফেলার হুমকি দেন। ১৯ দল সমর্থিত প্রার্থী শহিদুল ইসলাম মুকুলের পোলিং এজেন্টদের উদ্দেশ্যে তিনি আরো বলেন,"মুকুলের পক্ষে পোলিং এজেন্ট হয়ে কেউ দায়িত্ব পালন করতে গেলে আমার কর্মীরা যদি তাদের মেরেও ফেলে, আমি দায়ী থাকব না"। [১০]

নির্বাচনের দিনের পরিস্থিতি

৭. ব্যাপক সংঘাত, সংঘর্ষের ঘটনা এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই,জাল ভোট ও কেন্দ্র দখল করার মধ্যে দিয়ে তৃতীয় ধাপে ১৫ মার্চ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ।নির্বাচনী সহিংসতায় ৩ জন নিহত হন।

৮. নির্বাচনের দিন বাগেরহাটে জেলা সদর,মোরেলগঞ্জ,শরণখোলা,রামপাল ও মংলা উপজেলা আওয়ামী লীগের কর্মীর-সমর্থকরা কেন্দ্র দখল,এজেন্টদের বের করে দেয়া এবং ভোটারদের কেন্দ্রে আসতে বাধা দেয়। বিভিন্ন কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ কর্মীরা চেকপোস্ট বসিয়ে প্রতিপক্ষ প্রার্থী ও সাধারণ ভোটারদের কেন্দ্রে ঢুকতে দেয়নি। স্থানীয় ইউপি সদস্য ও আওয়ামীলীগ নেতা জাহিদুর রহমান,সবুর হোসেন ও মোতাহার রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা বোরখা পরিহিত এবং বিএনপি-জামায়াতের নারী ভোটারদের সদর উপজেলার শহরতলির কাড়াপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়। এই খবর পেয়ে বাগেরহাট সরকারী পিসি কলেজের ছাত্র ও ইসলামী ছাত্র শিবির নেতা মোহাম্মদ মানজারুল ইসলামসহ শিবিরের ১০/১২ নেতা-কর্মী সেখানে উপস্থিত হয়ে নারী ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে সহযোগিতা করেন। এই খবর পেয়ে আওয়ামীলীগ নেতা কর্মীরা ধারালো অস্ত্র ও লাঠি সোটা নিয়ে শিবির কর্মীদের ওপর হামলা করে। এই সময় অন্যরা সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও মোহাম্মদ মানজারুল (২৪) কে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা ধরে নিয়ে পাশের মেগনীতলা এলাকায় প্রকাশ্যে ইট দিয়ে মাথা থেঁতলিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করে। বিভিন্ন অনিয়মের প্রতিবাদে বাগেরহাট সদর, মোড়েলগঞ্জ, শরণখোলা ও রামপাল উপজেলা নির্বাচনে সাতজন প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেন।[১১]

৯. নির্বাচনের দিন শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় ভুমখাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ব্যালট বাক্স ছিনতাইকালে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী জাকির হোসেন বেপারীর পোলিং এজেন্ট রিপন মাঝি পুলিশের গুলিতে নিহত হন।[১২]

১০. কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলায় নির্বাচন সংক্রান্ত খবর সংগ্রহ করতে আসা বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও টেলিভিশনের সাংবাদিকদের হুমকি দেন রেল মন্ত্রী মুজিবল হক এর ব্যক্তিগত সহকারী মোশারফ হোসেন। পাশাপাশি নির্বাচনের দিন সকাল থেকেই এই উপজেলার ১০৩টি কেন্দ্রের মধ্যে ৭৩টি কেন্দ্র দখল করে নেয় রেল মন্ত্রীর রাজনৈতিক কর্মীরা। মন্ত্রীর নিজ কেন্দ্র শ্রীপুর ইউনিয়নে ১৯ দল সমর্থিত

---

[৯] বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৬ মার্চ ২০১৪

[১০] ইত্তেফাক ২১ মার্চ ২০১৪

[১১] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন ও বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৬ মার্চ ২০১৪

[১২] বাংলাদেশ প্রতিদিন ১৬ মার্চ ২০১৪

প্রার্থী কামরুল হুদাকে লাথি মেরে বের করে দেয় মন্ত্রীর সমর্থকরা। অশ্বদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে রেল মন্ত্রী মুজিবল হক এর ব্যক্তিগত সহকারী মোশারফ হোসেন সাংবাদিকদের আটক করে পুলিশে দেয়ার হুমকি দেন। এই কেন্দ্রের ভেতরে অবাধে জাল ভোট দেয়া হয় এবং ভোট দেয়ার জন্য যাঁরা লাইনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশেরই বয়স ছিল ১৮ এর নিচে অর্থাৎ ভোটার নন এমন ব্যক্তিরা ভোট দেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ান। এছাড়াও ঢাকা থেকে সেখানে যাওয়া সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আবদুস সোবহান ভুঁইয়ার সমর্থকরা। তাদের হামলায় ঐ উপজেলার বালিকা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে আহত হন এনটিভির সিনিয়র রিপোর্টার শফিক শাহিন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর এর স্টাফ রিপোর্টার মাকসুদ-উন-নবী,জেলা করেসপনডেন্ট আশিকুন নবী। একই উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নের কুনকট ভোট কেন্দ্রে যায়যায়দিনের স্টাফ রিপোর্টার কামরুজ্জামান বাবলুর ওপর হামলা চালায় ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতা কর্মীরা।[১৩]

১১. গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী সোলায়মান বিশ্বাসএর সমর্থকরা একযোগে ১১টি কেন্দ্র দখল করে। এরমধ্যে গিমাডাংগা কেন্দ্র থেকে ব্যালট বাক্স ও মধুখালী কেন্দ্র থেকে সাতশত ব্যালট পেপার তারা ছিনতাই করে নিয়ে যায়। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী গাজী গোলাম মোস্তফার সমর্থকরা এসে বাধা দেয়। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এইসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়িতেও হামলা চালানো হয়।[১৪]

নির্বাচনোত্তর সহিংসতা

১২. তৃতীয় ধাপে ১৫ মার্চ উপজেলা নির্বাচনের পর গত ১৬ মার্চ রাতে নড়াইল জেলার লোহাগড়া বিএনপির নেতা জাফর মুন্সী ও যুব দলের নেতা আজমল মুন্সীর বাড়িতে পাশ্ববর্তী কালিয়া উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা খান শামীমুর রহমান এবং লোহাগড়া কোটাকল ইউপি চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলমের নেতৃত্বে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়।[১৫] গত ১৬ মার্চ কুমিল্লা জেলার নাঙ্গলকোটের পেড়িয়া ইউনিয়নের কাকৈরতলা গ্রামে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা বিএনপি সমর্থক বাচ্চু মিয়া,মিজানুর রহমান,আমানউল্লাহ ও বাবুল মিয়ার বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। একই দিনে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার কর্ষাকড়িয়াইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের কার্যালয়ে হামলা চালিয়ে ব্যাপক ভাংচুর করে বিএনপির নেতাকর্মীরা। এইসব ঘটনায় ১০জন আহত হয়।[১৬]

চতুর্থ ধাপের নির্বাচন সংক্রান্ত পরিস্থিতি

১৩. গত ১৭ মার্চ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলার ধরমণ্ডল গ্রামের হাফিজ মিয়া বিএনপি সমর্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী এম এ হান্নানের পোস্টার লাগাতে গেলে একই গ্রামের আওয়ামীলীগ কর্মী রমজান আলীসহ কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়।এই নিয়ে সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান বাহার উদ্দিন চৌধুরী ও ইকবাল চৌধুরীর নেতৃত্বে কয়েকশ দুর্বৃত্ত দেশীয় অস্ত্র নিয়ে

---

[১৩] মানবজমিন ১৬ মার্চ ২০১৪

[১৪] মানবজমিন ১৬ মার্চ ২০১৪

[১৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নড়াইলের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন/প্রথম আলো ১৭ মার্চ ২০১৪

[১৬] প্রথম আলো ১৭ মার্চ ২০১৪

হাফিজ মিয়ার বাড়িতে হামলা চালায়। দুর্বৃত্তরা হাফিজ ও তাঁর মা জয়ফুর বেগমসহ অনেককে মারধর করে এবং বাড়িঘর ও তাঁদের দোকানপাট ভাংচুর করে। হাফিজ মিয়াকে রক্ষা করতে তাঁর মা জয়ফুর বেগম এগিয়ে আসলে দুর্বৃত্তদের ছোঁড়া বল্লমে তিনি গুরুতর আহত হন এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় হবিগঞ্জের একটি হাসপাতালে মারা যান।[১৭]

১৪. গত ১৭ মার্চ পটুয়াখালী জেলার দুমকি উপজেলায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী শাজাহান সিকদারের ছেলে রনজু সিকদার ও তাঁর কর্মীরা ১৯ দল সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী মেজর (অব) আবদুল ওহাবের ছোট ভাই নেছারউদ্দিন মাস্টারসহ তাঁর ৫ জন কর্মীকে কুপিয়ে জখম করে।[১৮]

নির্বাচনের দিনের পরিস্থিতি

১৫. ব্যাপক সংঘাত, সংঘর্ষের ঘটনা এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই,জাল ভোট দেয়া ও কেন্দ্র দখল করার মধ্যে দিয়ে চতুর্থ ধাপে ২৩ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনী সহিংসতায় ৫ জন নিহত হয়।

১৬. নির্বাচনের দিন মুন্সীগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলায় কেন্দ্র দখল,ব্যালট পেপার ছিনতাই,ভোট জালিয়াতি, গুলিবর্ষন ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। উপজেলার বড় রায়পুরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে সকাল ১১ টায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মৃনাল কান্তি দাসের সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী রেফায়েতউল্লাহ খান তোতার সমর্থকদের সঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী   আমিরুল ইসলামের সমর্থকদের সংঘর্ষ বাঁধে। এই সময় তোতার সমর্থকরা বালুয়াকান্দি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সামসুদ্দিন প্রধানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরতর আহত করে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় সামসুদ্দিন প্রধানকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পথে তিনি মারা যান। দুপুর ১২ টায় উপজেলার চর বাউসিয়া দক্ষিনকান্দী এলাকায় ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে সাংবাদিকদের গাড়ীতে হামলা করে একদল দুর্বৃত্ত। এই সময় গাড়ীতে থাকা চারজন সাংবাদিক আহত হন। দড়ি বাউশিয়া এলাকায় গ্রাম বাসীর সঙ্গে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংঘর্ষ হলে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী আব্দুল মান্নান দেওয়ান মনার স্ত্রী লাকী আক্তারসহ ৫০ জন আহত হন। পরে ২৮ মার্চ লাকী আক্তার ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।[১৯]

১৭. কুমিল্লা জেলার বড়ুরা উপজেলায় পূর্ব নলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বাগমাড়া পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নির্বাচনের আগের রাতেই ভোট দিয়ে দেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়ার সমর্থকরা। পূর্ব নলুয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার ফখরুদ্দিন বলেন, "কয়েকজন দুর্বৃত্ত ভোর রাত ২.০০ টা থেকে ৩.০০ টার মধ্যে দুইবার ভোটকেন্দ্রে জোরপূর্বক প্রবেশ করে তাঁকে জিম্মি করে আলমারি থেকে ৮০০ ব্যালট পেপার নিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়ার প্রতীক 'আনারসে' সিল মেরে বাক্সে ঢুকায়"। বাগমাড়া পৌর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার গোপাল কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলেন"আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া ভোররাত ১.৩০

---

[১৭] আমাদের সময় ১৯ মার্চ ২০১৪

[১৮] আমাদের সময় ১৯ মার্চ ২০১৪

[১৯] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সীগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

থেকে ২.০০ টার মধ্যে বারশতএর মতো ব্যালট পেপার ছিনতাই করেন। তিনি জানেন না কোথায় গেছে এই ব্যালট পেপারগুলো।”[২০]

১৮. বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলায় ষোলক ইউনিয়নের ২৯ নং ধামুরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সামনেই ব্যালটে সিল মারেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কুদ্দুস ফকির এবং তাঁর সঙ্গে থাকা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা। তাঁরা ৪০০ ব্যালটে সিল মারেন। সিলমারা ব্যালটগুলোর মধ্যে ৩০০ ব্যালট বাক্সে ঢোকাতেই বুথে উপস্থিত হন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা। এই সময় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা সিলমারা বাকি ব্যালটগুলো সহকারী প্রিজাইডিং অফিসারের সামনে রেখে চলে যান। পরে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার সেলিম আহমেদ নিজেই ব্যালটগুলো বাক্সে ঢুকিয়ে দেন। [২১]

নির্বাচনোত্তর সহিংসতা

১৯. গত ২৪ মার্চ মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার চরবাউশিয়া মধ্যমকান্দি গ্রামে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী আব্দুল মান্নান দেওয়ান মনার সমর্থকদের সঙ্গে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ মহিউদ্দিন সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আমিরুল ইসলামের সমর্থকদের সংঘর্ষে উপজেলা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের আইন বিষয়ক সম্পাদক মাহবুব আলম (২৫) নিহত হন।[২২]

পঞ্চম ধাপের নির্বাচন সংক্রান্ত পরিস্থিতি

২০. গত ২৬ মার্চ গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তরগাঁও গ্রামে ১৯ দল সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ফজলুর রহমান এবং ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী খাইরুল হাসান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী মনিরা বেগমের সমর্থনে পথসভায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা হামলা চালায়। এই ঘটনায় উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মো: ফরিদ মৃধা, পৌর কাউন্সিলার মোহাম্মদ রুহুল আমিন ও পৌর আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ শুক্কর মিয়াসহ ১০ জন আহত হন।[২৩]

নির্বাচনের দিনের পরিস্থিতি

২১. আগের ধাপগুলোর থেকে ব্যাপক সংঘাত, সংঘর্ষের ঘটনা এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই, জাল ভোট ও কেন্দ্র দখল করার মধ্যে দিয়ে পঞ্চম এবং শেষ ধাপে ৩১ মার্চ উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় নির্বাচনী সহিংসতায় ১ জন নিহত হন। ২৩ টি উপজেলায় ১৯ দল সমর্থিত প্রার্থী,আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী, জাতীয় পার্টির প্রার্থী এবং স্বতন্ত্রপ্রার্থীরা নির্বাচন বর্জন করেন। [২৪]

২২. জামালপুর জেলায় বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজমের নির্বাচনী এলাকা মাদারগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্বাচনের দিন ৩১ মার্চ সকাল থেকেই ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ওবায়দুর রহমানের পক্ষে প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল মারেন। ভোটাররা ভোট দিতে

---

[২০] ডেইলি স্টার ২৪ মার্চ ২০১৪

[২১] মানবজমিন ২৪ মার্চ ২০১৪

[২২] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মুন্সিগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৩] নয়া দিগন্ত ২৭ মার্চ ২০১৪

[২৪] ইত্তেফাক ১ এপ্রিল ২০১৪

গেলে তাঁদের ভোট দিতে না দিয়ে বের করে দেয়া হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পৌর এলাকার নুরন্নাহার মির্জা কাশেম (ডিগ্রি) কলেজ কেন্দ্রে মহিলাদের বুথে ঢুকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী ওবায়দুর রহমানের প্রতীকের ব্যাচ পরে এক পুরুষ প্রকাশ্যে ব্যালট পেপারে সিল মারেন। এই সময় বুথের বাইরে কয়েকজন নারী ভোট দেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। সকাল ১১ টায় কেন্দ্র দখল ও জবরদস্তি করার প্রতিবাদে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী ফায়েজুল ইসলাম নির্বাচন বর্জনের ঘোষনা দেন।[২৫]

২৩.ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলায় নির্বাচনের দিন বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসারদের জিম্মি করে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের প্রতীকে সিল মেরে ব্যালট পেপার বাক্সে ভরে দেয়া হয়। কয়েকটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের আগের রাতেই ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকরা ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করেন। [২৬]

২৪.সাতক্ষীরা সদর উপজেলার সাগরদাঁড়ি ইউনিয়নের শেয়ালডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আসাদুজ্জামান বাবুর কর্মী-সমর্থকরা ভোটের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা নারী ভোটারদের ওপর হামলা করে তাঁদের ভোট কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়। ঘটনার সময় কেন্দ্রের পাশে বিজিবি সদস্যরা অবস্থান করলেও তারা নীরব ভূমিকা পালন করে। [২৭]

২৫. টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল উপজেলা নির্বাচনে কুড়িপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট শুরু হওয়ার আগে চার-পাঁচজন লোক মুখে কাপড় বেঁধে ব্যালট পেপারে সিল মারে। ৩৫টি কেন্দ্রে ভোট শুরু হওয়ার আগেই ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেয়ার অভিযোগ করেন বিরোধী দলের প্রার্থীরা।এই সমস্ত অনিয়মের কারনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ব্যতীত দশ জন প্রার্থী নির্বাচন বর্জন করেন এবং তাঁদের সমর্থকরা সকাল আনুমানিক আটটায় টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করে। পুলিশ এই সময় প্রতিবাদকারীদের ওপর গুলি ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়লে গুলিতে কমপক্ষে পাঁচজন আহত হন।[২৮]

২৬.সামরিক স্বৈরশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল হোসেইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসন আমলে যে ধরনের ভোট ডাকাতি ও ব্যালট বাক্স ছিনতাইসহ নির্বাচনকেন্দ্রিক দুর্বৃত্তায়ন চালু হয়েছিলো সেগুলোর অধিকাংশেরই অবসান ঘটেছিলো ৯০ সালের ডিসেম্বরের গণঅভূত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদের পতনের মাধ্যমে। অথচ উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গেন ধরনের ভোট দখলের নোংরা সংস্কৃতি আবারও ফিরে এসেছে । ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এসে খুব দ্রুতই পাঁচটি ধাপে উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে এবং নির্বাচনে এরশাদের আমলের মতোই ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার ছিনতাই,জাল ভোট ও কেন্দ্র দখলের মত দুর্বৃত্তায়নের ঘটনা ঘটায়।

২৭.*অধিকার* মনে করে,স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ক্ষমতাসীনদলের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে নির্বাচন কমিশন এর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ছিল অবশ্য কর্তব্য বিষয় । অথচ এই নির্বাচন কমিশন একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয়েছে। *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশে শক্তিশালী একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা অত্যন্ত জরুরী;যা দ্রুততম সময়ে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করবে। পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে দেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম এবং উপজেলা

---

[২৫] প্রথম আলো অন লাইন৩১ মার্চ ২০১৪

[২৬] ইনকিলাব ১ এপ্রিল ২০১৪

[২৭] প্রথম আলো অনলাইন ৩১ মার্চ ২০১৪

[২৮] মানবজমিন ১ এপ্রিল ২০১৪

নির্বাচনে সংঘটিত ব্যাপক সহিংসতা ও ভোট জালিয়াতির ঘটনা এটি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখনও প্রয়োজন। এদেশের জনগণ এখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ব্যতীত মুক্তভাবে গণতান্ত্রিক এই প্রক্রিয়ার চর্চা করতে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

২৮.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ২২ জন নিহত এবং ১৩৫০ জন আহত হয়েছেন।মার্চ মাসে আওয়ামী লীগের ২৯ টি এবং বিএনপি’র ৩ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই সময়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩ জন এবং বিএনপি’র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আহত হয়েছেন ৪১৭ জন এবং বিএনপি’র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২৫ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

২৯.৫ জানুয়ারি’র বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এবং ক্ষমতা গ্রহনের পর থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন অব্যাহত আছে। এই সব দুর্বৃত্তায়নের বেশীর ভাগই ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করার বিষয় নিয়ে ঘটছে। এছাড়াও বিভিন্ন ঘটনায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে।

৩০.গত ৬ মার্চ নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলায় আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের কর্মীরা কবিরহাট থানায় হামলা চালিয়ে ভাংচুর করে। কবিরহাট পৌর আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সভাপতি মোছলেম উদ্দিনের দুই ভাই বখতিয়ার হোসেন ও মনির হোসেনকে থানায় নেয়ার পর তাদের ছাড়াতে গত ৫ মার্চ মাঝরাতে থানায় যান পৌর মেয়র এবং কবিরহাট উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক জহিরুল হক । এইসময় তাঁর সঙ্গে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বাকবিতণ্ডা হয়। এরপরই আওয়ামীলীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা কবিরহাট থানায় হামলা চালায়। হামলায় থানার কর্মকর্তাদের বসার কক্ষসহ অন্তত নয়টি কক্ষের জানালার কাঁচ এবং প্রধান ফটকের থাই এলুমিনিয়ামের কাঁচ ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনতে পুলিশ শটগান থেকে গুলি ছোঁড়ে। এই ঘটনায় তিনজন পুলিশ এবং চারজন ছাত্রলীগ কর্মী আহত হয়। [২৯]

৩১.গত ২২ মার্চ ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার আমিরাবাগের মধ্য আহম্মদপুর গ্রামে বোমা বানানোর সময় অসতর্কতাবশত বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলে যুবলীগ কর্মী দুলাল,শরীফ ও আজাদ আহত হয়। আহতদের ফেনী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে দুলাল মারা যায়।[৩০]

৩২.*অধিকার* রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সবদলের অংশগ্রহনের ভিত্তিতে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা অত্যন্ত

---

[২৯] প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৪ও অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নোয়াখালীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩০] যুগান্তর অনলাইন ২২ মার্চ ২০১৪

জরুরী যা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য গুরত্বপূর্ণ। *অধিকার* সরকার দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তার দলীয় দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানাচ্ছে।

সভা-সমাবেশে বাধা

৩৩.শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‌্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। কিন্তু সরকার ও ক্ষমতাসীন দল বিরোধী রাজনৈতিক দলের ও মতের অনেক সভা-সমাবেশে বাধা দেয় এবং হামলা চালায়। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা।

৩৪.গত ৯ মার্চ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার ছলিমপুর ইউনিয়নের ভাড়ইমারী বড় বটতলা মোড়ে বিটি বেগুনবিরোধী গণমোর্চা ও বেসরকারি সংস্থা উবিনীগ যৌথ উদ্যোগে এক মানববন্ধনের আয়োজন করে। সেখানে ছলিমপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের ৮নং ওয়ার্ড শাখার সভাপতি আবুল হাসেম প্রামানিকের নেতৃত্বে একদল দুবৃর্ত্ত প্রথম দফায় হামলা চালিয়ে উবিনীগের কর্মকর্তা আরফান আলীকে আহত করে মানববন্ধনে অংশগ্রহনকারীদের তাড়িয়ে দেয়। কিছুক্ষণ পরে মানববন্ধনকারীরা স্থান পরিবর্তন করে ভাড়ইমারী মাথালপাড়া গ্রামের বিটি বেগুন চাষের মাঠে মানববন্ধন করতে গেলে আবুল হাসেম প্রামানিকের নেতৃত্বে ওয়াজেদ আলী মেম্বার,আস্তল আলী ও খোকন সরদারসহ ২০-২৫ জন স্থানীয় দুবৃর্ত্ত মানববন্ধনে অংশগ্রহনকারীদের ওপর ফের হামলা করে মানববন্ধন কর্মসূচী পণ্ড করে দেয়। এইসময় উপস্থিত সাংবাদিকরা ওই হামলার ছবি তুলতে গেলে তাঁদেরও বাধা দেয় দুবৃর্ত্তরা। হামলার সময় সম্মিলিত নারীসমাজের কেন্দ্রীয় নেত্রী ফরিদা আক্তারকে লাঞ্ছিত করা হয় এবং নূর মোহাম্মদ,গোলাম মোস্তফা রনি,নূর আলম,আরফান আলী আলিফ,সফুরা বেগম,হাফিজুর রহমান,মফিজ প্রাং,শুকচান মিয়া,আনোয়ারা বেগম,মধু প্রাং ও রমেছা বেগম আহত হন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি সরকার দেশে কৃষক পর্যায়ে বির্তকিত জিএম শস্য বিটি বেগুন চাষের যে উদ্যোগ নিয়েছে তার বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও নাগরিক সমাজ আন্দোলন করছে। তারই অংশ হিসেবে এই মানববন্ধন কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিলো।[৩১]

৩৫.গত ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী মহিলা দলকে র‌্যালি করতে দেয়নি পুলিশ। এদিন সকাল ১০ টায় জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নেতা কর্মীরা বিএনপির ঢাকাস্থ নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে র‌্যালি বের করার প্রস্তুতি নেন। মহিলা দলের র‌্যালিকে ঘিরে এইদিন বিএনপির কার্যালয়ের আশে পাশে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও সাদা পোশাকের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মোতায়েন করা হয়। মজুত রাখা হয় রায়ট কার ও জলকামান। এইসময় কার্যালয় সংলগ্ন হোটেল ভিক্টোরিয়ার গলির দিক থেকে মহিলা দলের নেতা কর্মীরা একটি মিছিল নিয়ে আসতে চাইলে পুলিশ তাঁদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। একই সময়ে বিএনপির কার্যালয়ের উল্টো দিকে মহিলা দলের কয়েকজন কর্মীকে পুলিশ আটক করে এবং পরে তাঁদের ছেড়ে দেয়। এরপর মহিলা দলের সভানেত্রী নুরে আরা সাফা ও সাধারন সম্পাদিকা শিরিন সুলতানার নেতৃত্বে র‌্যালি শুরু করার উদ্যোগ নিলে পুলিশের বাধায় তাও পন্ড হয়ে যায়।[৩২]

---

[৩১] ১১ মার্চ ২০১৪ অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পাবনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন / ১০ মার্চ ২০১৪ বিটি বেগুন বিরোধী মোর্চার প্রতিবাদ লিপি

[৩২] মানবজমিন ৯ মার্চ ২০১৪

৩৬. *অধিকার* এই ঘটনাগুলোর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে । *অধিকার* মনে করে এই ধরনের বাধা-হামলা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ,যা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলবে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৩৭. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে মার্চ মাসে ১৪ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

৩৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ১৪ জনের মধ্যে ৭ জন তথাকথিত ‘ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে’ মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে র‌্যাবের হাতে ৪ জন এবং পুলিশের হাতে ৩ জন মারা গেছেন বলে জানা গেছে।

গুলিতে হত্যাঃ

৩৯. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ১৪ জনের মধ্যে ৫[৩৩] জন গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে ২ জনকে পুলিশ, ২ জনকে র‌্যাব এবং ১ জনকে সেনাবাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যু

৪০. এই সময়ে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে ১জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

পিটিয়ে হত্যা

৪১. মার্চ মাসে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১ জনকে পিটিয়ে হত্যা করে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

৪২. নিহত ১৪ জনের মধ্যে ১ জন আওয়ামী লীগ সমর্থিত উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী, ১ জন যুবলীগ কর্মী, ১ জন উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ভাইস-চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর পোলিং এজেন্ট, ১ জন বিএনপি’র বিদ্রোহী চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর স্ত্রী, ১ জন ঠিকাদার ও ১ জন সহকারী ঠিকাদার,১ জন সাংবাদিক, ১ জন দিনমজুর এবং ৬ জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

৪৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। ভিকটিমদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে যে,তাঁদের সামনেই আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা তাঁদের স্বজনদের গুলি করে হত্যা করেছে। বারবার দোষীদের বিচারের সম্মুখিন করার দাবী জানানো হলেও সরকার বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি অস্বীকার করছে, যার

---

[৩৩] মার্চ মাসে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে দুইজন নিহত হয়েছেন, যা রাজনৈতিক সহিংসতার পরিসংখ্যান অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

ফলে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তির সংস্কৃতি প্রবলভাবে বিরাজমান। এছাড়া দায়িত্বশীল পদে থেকেও সরকারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন সময়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন দিয়ে বক্তৃতা করছেন।

৪৪. গত ৮ মার্চ ঢাকা মহানগরের বিয়াম অডিটোরিয়ামে বিবিসি-বাংলাদেশ সংলাপে নৌপরিবহনমন্ত্রী শাজাহান খান বলেন "যারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ করে,আন্দোলনের নামে গাড়ী পোড়ায়,মানুষের হাত-পায়ের রগ কাটে তাদের যদি ক্রসফায়ারে মেরে ফেলা হয় সেটা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নয়"।[৩৪]

৪৫. গত ৩ মার্চ ২০১৪ সকাল আনুমানিক ১১ টায় ঢাকার কদমতলী থানার ১৩১ নম্বর নতুন জুরাইন এলাকার নিজ বাড়িতে র‍্যাবের কথিত ক্রসফায়ারে নিহত হন ঠিকাদার মোহাম্মদ ওয়াসিম ও তাঁর সহকারী সংগ্রাম চৌধুরী। নিহতদের পরিবারের অভিযোগ বাড়ি থেকে ধরে তাঁদের সামনেই র‍্যাব সদস্যরা ওয়াসিম ও সংগ্রামকে গুলি করে হত্যা করেছে। শুধু তাই নয় তাঁদেরই কয়েকজন কর্মচারিকে আটক করে পিটিয়ে ওয়াসিম ও সংগ্রাম তাঁদেরকে অপহরণ করেছিল বলে র‍্যাব মিথ্যা বক্তব্য আদায় করে বলে অভিযোগ করেন ওয়াসিমের স্ত্রী সোনিয়া বেগম ও সংগ্রামের স্ত্রী সালমা চৌধুরী। তাঁদের দাবি পোস্তগোলা ব্রীজের টোল আদায় নিয়ে আলমবাগের জনৈক আলমের ছেলে বাবুলের সঙ্গে বিরোধকে কেন্দ্র করে টাকার বিনিময়ে পরিকল্পিতভাবে র‍্যাব সদস্যরা তাঁদের হত্যা করে। নিহত মোহাম্মদ ওয়াসিমের স্ত্রী সোনিয়া বেগম *অধিকারকে* জানান, মোহাম্মদ ওয়াসিম পোস্তগোলা ব্রীজের টোল আদায় করার পাশাপাশি আলমবাগ সিএনজি স্ট্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করতো। ৩ মার্চ ২০১৪ সকাল আনুমানিক ১১ টায় ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে যান মোহাম্মদ ওয়াসিম। এর আগেই সকাল আনুমানিক ৯ টায় ওয়াসিমের ব্যবসায়ীক সহকারী সংগ্রামসহ বেশ কয়েকজন শ্রমিক বাড়ির ৭ তলা ভবনের ৬ষ্ঠ তলার অফিসরুমে ওয়াসিমের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় বাড়ির নিচ থেকে গুলির শব্দ পান তাঁরা। সাদা পোশাকের একদল অস্ত্রধারী ওয়াসিমের নাম ধরে গুলি করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ভবনের সাত তলায় তাঁদের বাসায় উঠে আসতে থাকে। এইসময় তিনি বাসার মূল দরজা বন্ধ করে দেন। র‍্যাব সদস্যরা এসে দরজায় লাথি মারতে থাকে। একপর্যায়ে সোনিয়া বেগম দরজা খুলে দিতে বাধ্য হন। সঙ্গে সঙ্গে ৪/৫ জন অস্ত্রধারী ঘরে ঢুকে ঘরের আসবাবপত্র লন্ডভন্ড করে ফেলে এবং বাথরুমের দরজা ভেঙ্গে মোহাম্মদ ওয়াসিমকে টানতে টানতে ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায়। ঘরের বাইরে সিঁড়িতে নিয়ে ওয়াসিমের গায়ে পিস্তল ঠেকিয়ে ৪/৫ রাউন্ড গুলি করে। এইসময় তিনি (ওয়াসিমের অন্তসত্ত্বা স্ত্রী সোনিয়া বেগম) স্বামীর জীবন ভিক্ষা চান। এতে রেগে গিয়ে ওই র‍্যাব সদস্য তাঁকে থাপ্পড় মেরে ও ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দেয় এবং পকেট থেকে ২/৩ টি অস্ত্র বের করে বলে এগুলো তোদের বাসা থেকে পাওয়া গেছে। একপর্যায়ে র‍্যাব সদস্যরা তাঁদের ঘরের ভেতরে রেখে বাইরে থেকে দরজা আটকে দেয়। এর কিছুক্ষন পর ২ জন পোশাক পরিহিত র‍্যাবের মহিলা সদস্য তাঁদের বাড়িতে আসে এবং তাঁকে ও তাঁর মা শিরিন আক্তারকে একটি রুমের ভেতরে আটকে রাখে। বেলা আনুমানিক ৩ টায় স্থানীয় প্রতিবেশীরা এসে বন্ধ দরজা খুলে তাঁদের মুক্ত করেন। তিনি ধারনা করেন যে, ওয়াসিমকে গুলি করার সাথে সাথেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি আরো বলেন এর আগে ২০১৩ সালের জুন মাসে র‍্যাবের একটি দল ওয়াসিমকে অপহরণ করে 'ক্রসফায়ারে' দেয়ার হুমকি দেয়। সেই সময় তারা ওয়াসিমকে বলে বাবুল তাকে 'ক্রসফায়ারে'মারতে ৩০ লাখ টাকা দিয়েছে। এটা শুনে ওয়াসিম এর জীবন রক্ষার জন্য তাঁরা র‍্যাবকে ৬০ লাখ টাকা দেন। নিহত সংগ্রামের স্ত্রী সালমা চৌধুরী

---

[৩৪] আমাদের সময় ৯ মার্চ ২০১৪

অধিকারকে জানান, প্রতিদিনের মতো গত ৩ মার্চ ২০১৪ সকাল আনুমানিক ৯ টায় সকালের নাস্তা করে বাসা থেকে বের হয়ে সংগ্রাম পাশের ভবনে ওয়াসিমের বাসায় যান। সকাল আনুমানিক ১১ টায় ভবনের নিচে মানুষের চিৎকার ও গুলির শব্দ শোনেন তিনি আর তাঁর মেয়ে শান্তা বারান্দায় এসে দেখতে পান সংগ্রাম ওয়াসিমের বাড়ির পাইপ বেয়ে নিচে নামছে। তখন সাদা পোশাকের র‌্যাব সদস্যরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি করে। সংগ্রাম গুলিবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যান। এরপর আরো কয়েকটি গুলির শব্দ শোনেন তিনি এবং পোশাক পরিহিত একদল র‌্যাব সদস্য তখন ওই এলাকায় আসে। তাঁর মেয়ে শান্তা নিচে নেমে সাদা পোশাকের এক র‌্যাব সদস্যকে তাঁর বাবাকে হাসপাতালে নেবার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু ওই র‌্যাব সদস্য শান্তাকে ধমক দিয়ে ও গুলি করার ভয় দেখিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।[৩৫]

৪৬. *অধিকার* মনে করে,বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কোন ব্যক্তি অপরাধী কিনা তা নির্ণয় করে শাস্তি দেবে আদালত। অথচ দেখা যাচ্ছে র‌্যাব এবং পুলিশের একদল সদস্য বিভিন্ন ধরনের দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে অথবা নির্দেশিত হয়ে এই ধরনের হত্যাকান্ডগুলো ঘটাচ্ছে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। *অধিকার* অবিলম্বে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

কারাগারে মৃত্যু

৪৭. মার্চ মাসে ৪ জন 'অসুস্থতা জনিত কারণে' কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

অধিকারএর নির্যাতন বিরোধী সভায় কথা বলার কারণে ভিকটিম গ্রেফতার

৪৮. গত ১০ মার্চ নারায়ণগঞ্জে *অধিকার এর* আয়োজনে "নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের অপশোনাল প্রটোকল অনুমোদন এবং নির্যাতন প্রতিরোধে গনসচেনতামূলক কর্মসূচী বিষয়ক সভায়" মোহাম্মদ এজাজ নামের এক ব্যবসায়ী তাঁর ওপর চালানো নির্যাতনের বর্ণনা দেয়ার কারণে নারায়নগঞ্জ জেলা গোয়েন্দা পুলিশ গত ১৬ মার্চ তাঁকে মাদক মামলায় গ্রেফতার করে ১৭মার্চ আদালতে পাঠায়। উল্লেখ্য গত ৬ মার্চ রাতে রিভারভিউ মার্কেটের এই ব্যবসায়ী নারায়নগঞ্জ নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন। এই সময় এজাজকে রিভারভিউ মার্কেটের দুই ব্যবসায়ী রাকিব ও খোকন বলেন যে,সাদা পোশাকে থাকা দুইজন লোক নিজেদের পুলিশ সদস্য পরিচয় দিয়ে তাঁদের আটক করে তল্লাশীর নামে তাঁদের মানিব্যাগ নিয়ে নিচ্ছে। ওই সময় এজাজ ওই সাদা পোশাকের ব্যক্তিদের পুলিশ বলে সনাক্ত করার পর জানতে চান এই দুই ব্যবসায়ীর কাছে অবৈধ কিছু পাওয়া গেছে কিনা। উত্তরে সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা জানান কিছু পাওয়া যায় নাই। তখন এজাজ ওই দুই জনকে মার্কেটের ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাঁদের চলে যেতে বলেন। ঠিক ওই সময়ে নারায়নগঞ্জ নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নজরুল এসে ঘটনা জানতে চান। তখন সাদা পোশাকের পুলিশ সদস্যরা জানান এজাজ দুই ব্যবসায়ীকে ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে। এই কথা শুনে এসআই নজরুল ছেড়ে দেয়া ঐ দুই ব্যবসায়ী সম্পর্কে জানতে চাওয়ার অজুহাত দেখিয়ে এজাজকে ফাঁড়িতে ডেকে নিয়ে যান। ফাঁড়িতে নিয়েএসআই নজরুল এজাজকে হাত-পা ও চোখ বেঁধে তাঁর ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালান। নির্যাতন চালানোর এক পর্যায়ে এজাজের হাতের আংটি খুলে

---

[৩৫] অধিকার এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

নিতে ব্যর্থ হয়ে দুই পুলিশ সদস্য এজাজের পায়ের দামি জুতা খুলে নিয়ে যায়। পরে তাঁকে একটি জমি সংক্রান্ত বিরোধের মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে ৭ মার্চ আদালতে পাঠালে আদালত তাঁকে জামিন দেয়। ৮ মার্চ এজাজ নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে এসে সাংবাদিকদের ঘটনাটি জানান। এরপর গত ১০ মার্চ নারায়ণগঞ্জে *অধিকার* এর আয়োজনে "নির্যাতন বিরোধী কনভেনশনের অপশোনাল প্রটোকল অনুমোদন এবং নির্যাতন প্রতিরোধে গনসচেনতামূলক কর্মসূচী বিষয়ক সভায়" নিজের ওপর নির্যাতনের বর্ননা দেন তিনি, যা ১১ মার্চ নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে করে নারায়নগঞ্জ নৌ-পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই নজরুল তাঁর ওপর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এর ফলশ্রুতিতে গত ১৬ মার্চ জেলা ডিবি পুলিশের এস আই শফিক রিভারভিউ মার্কেটে গিয়ে এজাজকে তাঁর দোকান থেকে আটক করে নিয়ে আসেন ও আদালতের মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে প্রেরন করার পর ২৫ শে মার্চ তিনি জামিনে মুক্ত হন।[৩৬]

৪৯. *অধিকার* লক্ষ্য করছে যে, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর একদল সদস্য বেআইনীভাবে বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হচ্ছে। এর প্রতিবাদ করা হলে ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতিবাদকারীদের আটক করে নির্যাতন এবং বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছে এইসব আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর অপরাধপ্রবন সদস্যরা। এই সব বিষয়ে অভিযোগ ওঠার পরও সরকার এইসব আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর দোষী সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন রকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে এইসব সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে যার দায় সরকার কোন ভাবেই এড়াতে পারে না। *অধিকার* আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সব সদস্য এই ধরনের অপরাধমূলক ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাঁদের অবিলম্বে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৫০. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে ১ জন সাংবাদিক নিহত, ৭ জন আহতএবং ৩ জন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫১. *অধিকার* সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনার নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং সেই সঙ্গে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানাচ্ছে।

জাতীয় সংসদ নিয়ে তথ্য প্রকাশ করায় টিআইবির বিরুদ্ধে বিষোদগার

৫২. গত ১৯ মার্চ ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ এর 'পার্লামেন্ট ওয়াচ'[৩৭] প্রতিবেদনের ওপর সংবাদ সম্মেলনে দেয়া বক্তব্যকে এখতিয়ারবর্হিভূত মন্তব্য করে জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ এবং জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্যরা এই ব্যাপারে স্পিকারের রুলিং চান। উভয় দলের সংসদ সদস্যরাই টিআইবির দেয়া বক্তব্যে সংসদের মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়েছে বলে দাবি করেন এবং টিআইবির অর্থের উৎস এবং তাদের টাকা জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের পেছনে ব্যয় হয় কি না তা-ও তদন্তের দাবি জানান।[৩৮] উল্লেখ্য গত ১৮ মার্চ ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ 'পার্লামেন্ট ওয়াচ' প্রতিবেদন প্রকাশ করে । এই প্রতিবেদনে বলা

---

[৩৬] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়নগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৩৭] http://www.ti-bangladesh.org/beta3/images/2014/ppt_parliament_watch_18_03_14_bn.pdf

[৩৮] প্রথম আলো ২০ মার্চ ২০১৪

হয় নবম সংসদে কোরাম-সংকটের কারণে ২২২ ঘন্টা ৩৬ মিনিট সময় নষ্ট হয়েছে যার আর্থিক মূল্য প্রায় ১০৪ কোটি টাকা। তাছাড়া বিরোধী দলের ৩৪২ দিন সংসদ বর্জনের আর্থিক মূল্য চার কোটি ৮৭ লাখ টাকা। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এই প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য সংসদকে জনগনের কাছে দায়বদ্ধ করা। দশম সংসদ সর্ম্পকে ইফতেখারুজ্জামান বলেন,"এটা বিরোধী দলবিহীন সংসদ। আক্ষরিক অর্থে সংসদে বিরোধী দল থাকলেও বাস্তবতার নিরিখে সংসদে কোন বিরোধী দল নেই "। তিনি আশা প্রকাশ করেন সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল কাঠামো অনুযায়ী একটি সংসদ প্রতিষ্ঠা হবে।[৩৯]

৫৩. *অধিকার* লক্ষ্য করছে যে,কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন সরকার বা সংসদের ব্যাপারে তাদের সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ করলে সরকার তা বিবেচনায় নিয়ে সংশোধিত হবার চেষ্টা না করে বরং আক্রমনাত্মক হয়ে উঠছে এবং যে কোন ভাবে ঐ সংগঠনের সঙ্গে কাল্পনিকভাবে জঙ্গি সম্পৃক্ততার কথা প্রচার করে সে সংগঠনকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে। *অধিকার* মনে করে, সরকারের যে কোন অন্যায় কাজের সমালোচনার অধিকার রাখে দেশের জনগন এবং দেশের যে কোন প্রতিষ্ঠান ।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৫৪. ২০১৪ সালের মার্চ মাসে ১১ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৫৫. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

৫৬. এক ধরনের স্বার্থান্বেষী মহল জমি দখল,চাঁদাবাজিসহ নানান স্বার্থের কারনে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এই হামলার ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকরনের কারণে দুবৃর্ত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে এবং হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার না হবার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। উদাহরনস্বরূপ ২০১৩ সালের ২ নভেম্বর পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার বনগ্রামে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিন্দু নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনায় তিনটি মামলা হলেও তদন্ত কার্যত থেমে আছে। কিছু আসামী গ্রেপ্তার হলেও বেশীর ভাগই জামিনে আছে। তবে মূল আসামীরা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। অভিযুক্তদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় লোকজন অভিযোগ করেছে যে,দুর্বৃত্তরা সবাই স্থানীয়ভাবে আওয়ামীলীগ ও বিএনপি'র রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার কারনে পুলিশ এদের গ্রেপ্তার করছে না। [৪০]

৫৭. গত ৪ মার্চ ঝালকাঠি জেলার রাজাপুরে জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে শুক্তাগড় ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ড যুবলীগের সভাপতি সিদ্দিক মিয়া ৫০ জন ভাড়াটে দুর্বৃত্ত নিয়ে অমূল্য বিশ্বাস নামে এক হিন্দু

---

[৩৯] প্রথম আলো ১৯ মার্চ ২০১৪

[৪০] আমাদের সময় ১১ মার্চ ২০১৪

ধর্মালম্বী নাগরিকের বাড়ীতে হামলা চালায়। এইসময় দুর্বৃত্তরা বাড়ির ভেতরে অবস্থিত মন্দিরের কালি, মনষাসহ ৫টি প্রতিমা ভাংচুর করে ও বাড়ীর গোয়ালঘর পুড়িয়ে দেয়। এই ঘটনায় নারী-শিশুসহ চারজন আহত হন। এই ঘটনায় জড়িত থাকার কারনে পুলিশ সিদ্দিক মিয়াসহ দুইজনকে আটক করেছে।[৪১]

৫৮. *অধিকার* ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

৫৯. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। ৬ই অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৪২] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে ও তা মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি অবিলম্বে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৬০. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মার্চ মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ২ জন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করেছে ও ৩ জনকে গুলি করে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ১২ জন।

৬১. গত ২৩ মার্চ দিবাগত রাতে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সীপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফের গুলিতে আহাদ আলী(৩২) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহাদ আলীসহ ৮/১০ জন গরু ব্যবসায়ী গরু নিয়ে সীমান্ত দিয়ে আসার সময় বিএসএফ গুলি চালায়। [৪৩]

৬২. ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ প্রায়ই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের হত্যা করে অথবা ধরে নিয়ে যায়। ধরে নিয়ে যাবার পর অনেককেই আবার নির্যাতন করে সীমান্তে ফেলে রেখে যায় বিএসএফ ।

৬৩. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না। দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এ সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অনুনোমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং

---

[৪১] বাংলাদেশ প্রতিদিন ৫ মার্চ ২০১৪

[৪২] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৪৩] মানবজমিন ২৫ মার্চ ২০১৪

সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে কাউকে দেখলে বা কেউ সীমান্ত অতিক্রম করলে গুলি করে তাকে হত্যা করছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

৬৪. *অধিকার* মনে করে,সীমান্তের কাছে অবস্থিত বেসামরিক নাগরিকদের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর হাতে হত্যা-অপহরন ও নির্যাতনের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করা বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

৬৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের মার্চ মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভের সময় এবং অন্যান্য কারণে ৬৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৬৬. ঢাকা মহানগরীর পল্লবী থানার হাজী কুদরত আলী সুপার মার্কেটে সফটেক্স-১ ও সফটেক্স-২ নামে দুটি গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকরা কাজ করার পর ৬ মার্চ সাপ্তাহিক ছুটি পান। ছুটি শেষে গত ৭ মার্চ সকালে শ্রমিকরা কাজে যোগ দিতে এসে গার্মেন্টস কারখানার প্রধান ফটকে তালা ঝুলতে দেখন। গেটের ভিতরে দায়িত্বরত নিরাপত্তা কর্মীরা শ্রমিকদের জানান,ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের জন্য মালিক পক্ষের নির্দেশে কারখানা সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়েছে। এইসময় উত্তেজিত শ্রমিকরা তালা ভেঙ্গে কারখানার ভিতরে ঢুকতে চাইলে নিরাপত্তা রক্ষীরা তাঁদেরকে বাধা দেয়। পরে ক্ষুদ্ধ শ্রমিকরা কারখানার সামনে বিক্ষোভ করেন। ৭ মার্চের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ৮ মার্চ সকাল আনুমানিক সাড়ে নটায় সফটেক্স গার্মেন্টস কারখানার কয়েকশ শ্রমিক কুদরত আলী সুপার মার্কেটের সামনে অবস্থান নেন এবং বিনা নোটিশে গার্মেন্টস কারখানার বন্ধ ও তিন মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেন। তাঁরা পল্লবীর প্রধান সড়ক অবরোধ ও পল্লবী-গুলিস্থান রুটের বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুর করেন। শ্রমিক বিক্ষোভের খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার অন্যান্য গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকরাও সফটেক্স গার্মেন্টস কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেন। এক পর্যায়ে পুলিশ এসে শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ, ফাঁকা গুলি ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় দশজন আহত হয়েছেন। [৪৪]

৬৭. তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শ্রমিক ছাঁটাই, বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ ও মজুরী সময়মতো পরিশোধ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানবাধিকারের লঙ্ঘন যা অনবরত ঘটেই চলেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৮. নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। অনেক নারী এই সময় ধর্ষণ, যৌতুক, এসিড সন্ত্রাস এবং বখাটেদের হয়রানীর শিকার হয়েছেন। মূলতঃ নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা,ভিক্টিম ও সাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব,আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারনে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন

---

[৪৪] মানবজমিন ৯ মার্চ ২০১৪

ও ভিকটিম নারী বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও গাণিতিকহারে সহিংসতার পরিমান বেড়েই চলেছে।

যৌতুক সহিংসতা

৬৯. মার্চ মাসে ১৪ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৮জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং যৌতুক এর কারণে নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে ২ জন নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

৭০. গত ৮ মার্চ নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলার জাঙ্গীর গ্রামে বৃষ্টি আক্তার নামে এক গৃহবধু যৌতুকের দাবিতে স্বামী ও শ্বশুড়বাড়ীর লোকজনের অত্যাচারের কারনে আত্মহত্যা করেন। বিয়ের সময় বৃষ্টির শ্বশুড়বাড়ির দাবি অনুযায়ী ২ ভরি স্বর্ণ ও নগদ দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা দেয়া হয়। কিন্তু বিয়ের তিন মাস পর থেকেই বৃষ্টির স্বামী হান্নান,শ্বাশুড়ি হালিমা বেগম ও দেবর মান্নান মিয়া ঘরের ফার্নিচার বাবদ আরো যৌতুকের টাকা এনে দেবার দাবীতে বৃষ্টির ওপর অত্যাচার চালাতে থাকে। বৃষ্টির বাবা মালয়োশিয়া প্রবাসী বাচ্চু মিয়া দেশে এসে তাদের দাবিকৃত যৌতুক দেয়া হবে বলে আশ্বাস দেন। তবুও বৃষ্টির ওপর অত্যাচার অব্যাহত থাকলে বৃষ্টি আত্মহত্যা করেন।[৪৫]

৭১. গত ৩ মার্চ নেত্রকোনা জেলার মোহনগঞ্জ উপজেলার মাঘান গ্রামের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ সাফিয়া বেগমকে (২৭) যৌতুকের কারণে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। বিয়ের পর থেকেই সাফিয়া বেগমের স্বামী হানিফ যৌতুকের জন্য সাফিয়া বেগমের ওপর অত্যাচার করতে থাকে। গত ৩ মার্চ সাফিয়াকে তাঁর বাবার বাড়ী থেকে দুই লক্ষ টাকা এনে দিতে চাপ দেয়া হয়। সাফিয়া টাকা আনতে অস্বীকৃতি জানালে হানিফ তাঁকে মারপিট করে এবং পরে রাতের কোন একসময়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় মোহনগঞ্জ থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।[৪৬]

এসিড সহিংসতা

৭২. মার্চ মাসে ৪ জন নারী, ১ জন মেয়ে শিশু ও ১ জন ছেলে শিশু এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৭৩. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এই সব অপরাধ ঘটেই চলেছে। ৯০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

৭৪. গত ১২ মার্চ রাত আনুমানিক সাড়ে আটটায় বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার থানাসংলগ্ন বিআরটিসি বাসষ্ট্যান্ড এলাকায় ব্যবসায়ী রুস্তম আলীর বাসার দরজায় বোরখা পড়া অজ্ঞাত এক দুর্বৃত্ত ধাক্কা দেয়। রুস্তম আলীর বড় মেয়ে ফারজানা দরজা খুললে ঐ দুবৃর্ত্ত সিরিঞ্জ দিয়ে অ্যাসিড ছুঁড়ে মারে। এই সময় ফারজানা হাত দিয়ে তাঁর চোখ রক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডল,দুই হাতের কবজিসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ অ্যাসিডে ঝলসে যায়। তাঁর চিৎকার শুনে মা ও ছোট বোন এগিয়ে আসলে তাঁদের ওপরও অ্যাসিড ছোঁড়া হয়।[৪৭]

---

[৪৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়নগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৪৬] ইত্তেফাক ১৫ মার্চ ২০১৪

[৪৭] প্রথম আলো ১৫ মার্চ ২০১৪

৭৫. গত **১১** মার্চ নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলায় গোলাইকান্দাইল ইউনিয়নের আমলাবো হাসান নগরের কবিরের কাঠবাগানে কমলা বেগম (২৫) নামে এক গৃহবধুকে এসিড দগ্ধ গুরতর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসী পুলিশে খবর দেয় । পুলিশ ঐ গৃহবধুকে মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশের ধারনা,এই গৃহবধুকে তার স্বামী ও অন্যরা মারধর করে গায়ে এসিড ঢেলে মৃত ভেবে ফেলে যায়। [৪৮]

ধর্ষণ

৭৬.মার্চ মাসে মোট ৩৩ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে **১৩** জন নারী, **১৯** জন মেয়ে শিশু ও **১** জনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত **১৩** জন নারীর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। **১৯** জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ৫ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে ৪ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৭৭.গত ২৪ মার্চ রাতে চাঁদপুর জেলার মতলব দক্ষিণের কলাদী এলাকায় এক গৃহবধু (২২) কে গণধর্ষণ করেছে দুর্বৃত্তরা। ধর্ষণের শিকার গৃহবধু বাদি হয়ে পাঁচ ধর্ষক দক্ষিণ পৌর আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক হোসাইন মোহাম্মদ কচি,পিন্টু বাবু,লাল শরিফ,তৌসিফ এবং জামাল প্রধানিয়ার বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। মামলার পর পুলিশ হোসাইন মোহাম্মদ কচিকে আটক করে। কচিকে আটক করায় ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা মতলব পৌর এলাকায় কয়েকটি স্কুটার ভাংচুর করে ও দোকানপাটে হামলার চেষ্টা চালায়। [৪৯]

৭৮.গত **১১** মার্চ হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুরের গন্ধবপুর গ্রামের **১৩** বছরের এক শিশুকে[৫০] কানা কাশেম নামে এক ব্যক্তির স্ত্রী নিলুফা কৌশলে ডেকে নিয়ে একটি মাদকের আস্তানায় আটকে রাখে। পরে একই গ্রামের বাবুল মিয়া তাঁকে ধর্ষণ করে। এসময় শিশুটির চিৎকারে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসলে ধর্ষক বাবুল মিয়া পালিয়ে যায়। পরে গত **১৫** মার্চ গ্রামের মাতবর নুরুল ইসলাম, মিয়াব আলী, কালাম, সুন্দর আলী, মনু মিয়া গন্ধবপুর খেলার মাঠে এক তরফা শালিসে শিশুটিকে তার চিকিৎসার জন্য ধর্ষক বাবুলকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করে এবং শাস্তিস্বরুপ ধর্ষনের শিকার শিশুটির বাবার পায়ে ধরে মাফ চাওয়ার মধ্যে দিয়ে ঘটনার নিস্পত্তি করে দেয়। শালিসের রায়ের পরে শিশুটি ক্ষোভে দুঃখে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং একপর্যায়ে গত **১৬** মার্চ আত্মহত্যা করে।[৫১]

যৌন হয়রানী

৭৯.মার্চ মাসে মোট ২৯ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বখাটে কর্তৃক নিহত হয়েছেন ২ জন, আহত হয়েছেন ৪ জন, লাঞ্ছিত হয়েছেন **১** জন ও ২০ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এই সময় ২ জন কিশোরী যৌন হয়রানীর শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন।এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে **১** জন পুরুষ নিহত এবং ৭ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী আহত হয়েছেন।

---

[৪৮] যুগান্তর ১২ মার্চ ২০১৪

[৪৯] ডেইলি স্টার ২৬ মার্চ ২০১৪/ প্রথম আলো ২৬ মার্চ ২০১৪

[৫০] অধিকার ধর্ষনের শিকার নারী-শিশুর নাম প্রকাশ করে না।

[৫১] মানবজমিন ১৭ মার্চ ২০১৪

পরিসংখ্যান: ১-২৮ জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪*

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড**	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৭	৪০
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	২	১	৩
	গুলিতে নিহত	১৮	১	৫	২৪
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	১	২
	মোট	৩৯	১৬	১৪	৬৯
গুম		১	৫	০	৬
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	৪
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৩	১০
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	১২	৩৩
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৪	১০
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	১	১
	আহত	২	৯	৭	১৮
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	৩	৫
	লাঞ্ছিত	০	১	০	১
	গ্রেফতার	৪	০	০	৪
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	১০	২২	৮৫
	আহত	১৪৭২	১১৬৭	১৩৫০	৩৯৮৯
যৌতুক সহিংসতা		১২	১৫	১৪	৪১
ধর্ষণ		৩৭	৪৮	৩৩	১১৮
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৯	৫৫
এসিড সহিংসতা		১	৩	৬	১০
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	১১	৩৩
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০	০
	আহত	৬০	১৩৫	৬৫	২৬০

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

**ঁজানুয়ারি-মার্চ, ২০১৪, ১৭ জন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিতে নিহত হয়েছেন যা রাজনৈতিক সহিংসতার পরিসংখ্যান অংশে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১. ক্ষমতাসীনদলের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়া নির্বাচন কমিশনারদের স্বচ্ছ, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করতে হবে নতুবা পদত্যাগ করতে হবে।

২. সরকারদলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. সভা-সমাবেশে বাধা দেয়া যাবে না। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকান্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৪. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৫. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং তাদের দায়মুক্তি রোধে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

৬. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে তাঁদের পূর্ন অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। *অধিকার* এর ওপর থেকে সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে।

৯. বিএসএফ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে দ্রুত প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

১০. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

১১. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।